

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার
সূনাতে ভরা বয়ান

রিযিকে সংকীর্ণতার কারণ
(Bangla)

রিযিকে সংকীর্ণতার কারণ

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার সূন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أهلكِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أهلكِ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

“সাআদাতুত দারাদ্দিন” কিতাবে বির্ণত রয়েছে: এক ব্যক্তি দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে উপবাস ও স্বল্প আয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করলো, তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যখনি তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করো তখন সালাম প্রদান করবে, যদিও ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক। অতঃপর আমার প্রতি সালাম বলবে এবং একবার সূরা ইখলাস অর্থাৎ اللهُ هُوَ شَرِيفٌ পাঠ করে নিবে।” সেই ব্যক্তি এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির রিষিকে প্রশস্ততা দান করলেন, এমনকি তার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনরাও এই রিষিকের অংশীদার হলো। (সাআদাতুত দারাদ্দিন, ৮৪ পৃষ্ঠা)

কলীল রুযি পে দো কানাআত, ফযুল গোয়ী সে দেয় দে নফরত,
 দুরুদ পড়তা রাহৌ বা কসরত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
 * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। * **تُؤْبُؤْاِإِلَى اللّٰهِ!، اذْكُرْ اللّٰه!، صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلِّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করি, তবে এই বিষয়টি খুবই ভালভাবে পরিলক্ষিত হবে যে, আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন, কেউ ঋণগ্রস্থ, তবে কেউ পারিবারিক অনৈক্যের শিকার, কেউ বা অভাবগ্রস্থ, কেউ বা বেকার, কেউ সন্তান প্রত্যাশী, কেউ অবাধ্য সন্তানের কারণে বিষন্ন, মোটকথা সকলেই কোন না কোন সমস্যা এবং বিপদে আবর্তিত, সমস্যার এই ভীড়ে বর্তমান যুগে অভাব এবং রুজিতে বরকতহীনতা প্রসার লাভ করেই চলেছে, এই কারণেই সম্ভবতঃ কোন ঘরই সমস্যা বিহীন দেখা যায় না। দুঃখজনক বিষয় হলো, আমাদের সমাজে অভাব, অনাহার ও অর্ধাহার, বেকারত্ব এবং রুজিতে বরকত হীনতার অনেক মায়াকান্না করা হয়, কিন্তু কোরআন ও হাদীস এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের বাণীতে রুজিতে বরকত হীনতার যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে একাত্মতার সহিত চিন্তা ভাবনা এবং এর কারণকে দূর করার কার্যকর চেষ্টা করা হয় না।

আজকে আমরা **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** রিষিকে সংকীর্ণতার কারণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করবো, যেন বরকত হীনতার সেই কারণগুলো দূর করে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারি। আসুন সর্বপ্রথম রুজিতে বরকত সম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনি এবং এ থেকে মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

রিষিককে গুরুত্ব দেয়ার বরকত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ২০০তম পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সাযিয়দুনা হুদবা বিন খালিদ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** কে বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিমন্ত্রণ করলেন, আহার করার পর খাবারের যে কয়েকটি দানা ইত্যাদি পাত্রের বাইরে পড়ে গিয়েছিলো, মুহাদ্দিস সাহেব তা খুঁজে খুঁজে খেতে লাগলেন। খলীফা মামুন আশ্চর্য হয়ে বললেন: হে শায়খ! এখনো কি আপনার পেট ভরেনি? তিনি বললেন: কেন ভরবে না! আসলে কথা হলো, আমাকে হযরত সাযিয়দুনা হাম্মাদ বিন সালামা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তি দস্তুরখানায় পতিত টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে খাবে, তবে সে দারিদ্রতা থেকে নির্ভয় হয়ে যাবে।” (আতহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাকিন, ১ম অধ্যায়, ৫/৫৯৭) সুতরাং আমি এই হাদীসে মোবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হলেন এবং নিজের এক খাদিমের দিকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার রুমালে মুড়িয়ে নিয়ে আসলেন। খলীফা মামুন তা হযরত সাযিয়দুনা হুদবা বিন খালিদ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর নিকট উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। তিনি বললেন: **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** হাদীসে পাকের উপর আমল করার বরকত সাথে সাথেই প্রকাশ পেলো। (অর্থাৎ বসে বসেই এক হাজার দিনার অর্জন করা উক্ত হাদীস শরীফের উপর আমল করার বরকতেই হলো।) (শামারাতুল আওরাক, ১/৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ড থেকে পেশ করা হলো, আসুন! এ প্রসঙ্গে ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডের পরিচয়ও শুনে নিই।

“ফয়যানে সুন্নাত” (১ম খন্ড) এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) মূলতঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَهُ** এর লিখিত চারটি (৪) কিতাবের সমন্বিত রূপ। (১) “ফয়যানে **بِسْمِ اللّٰهِ**” যা **بِسْمِ اللّٰهِ** শরীফের ফযীলত এবং এসম্পর্কে আকর্ষণীয় ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (২) “খাবারের আদব” যা খাবারের সুন্নাত এবং আদব ছাড়াও ৯৯টি শিক্ষণীয় ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (৩) “পেটের কুফলে মদীনা” যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার দ্বীনি এবং দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহের বর্ণনা ছাড়াও কুফলে মদীনার বরকত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস শরীফ ও ঘটনা দ্বারা সজ্জিত। (৪) “ফয়যানে রমযান” যা রোযা, তারাবিহ, ইতিকাফ, যাকাত এবং ঈদুল ফিতরের ফযীলত আর রং বেরঙের মাদানী ফুলের খুবই উন্নতমানের পুষ্পস্ৰবক। আসলে ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) বিষয়ের আধিক্য ও একত্রিকরণের কারণে, শুধু দরস প্রদানকারী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জন্য নয় বরং সকল মুসলমানের জন্যই খুবই উপকারী এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের মাধ্যম। কাজেই ইসলামী ভাইদের নিকট মাদানী আবেদন, আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং সর্বদা অধ্যয়ন করতে থাকুন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই পর্যন্ত বাংলা ছাড়াও গুজরাটি, সিন্ধি এবং ইংরেজী ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছে। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন যে ঘটনাটি শুনলাম তা থেকে এটাও জানা যায় যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা **رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى** সুন্নাতের উপর আমল করার বিষয়ে দুনিয়ার বড় থেকে বড় সর্দার এমনকি বাদশাদের পর্যন্ত পরওয়া করতেন না।

এ ঘটনা থেকে আমাদের ঐ সকল ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মানুষের লজ্জার কারণে পানাহারের সুন্নাত সমূহ বর্জন করেন। এছাড়া দাড়ি শরীফ ও পাগড়ী শরীফের ন্যায় সম্মানের মুকুটকে মাথায় সাজানো থেকেও বঞ্চিত থাকেন। নিশ্চয় সুন্নাতের উপর আমল করা উভয় জগতে সৌভাগ্যের মাধ্যম।

অনেক সময় দুনিয়াতে সরাসরি এর বরকত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শাহী দরবারে সুনাতের উপর আমল করার বরকতে এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পেয়ে গেলেন এবং সম্পদশালী হয়ে গেলেন।

জু আপনি দিলকে গুলদাঙ্তে মে সুনাত কো সাজাতে হে,
উও বে-শক রহমতে দো-নো জাহা মে হক সে পাতে হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রিষিককে সম্মান করলেন, দস্তরখানায় পতিত টুকরো খুঁজে খুঁজে খেলেন, আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রিষিককে সম্মান করার বরকতে তাঁকে এক হাজার দীনার শাহী দরবার থেকে অর্জন করিয়ে দিলেন এবং তিনি ধনী হয়ে গেলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, শুধু রিষিকের নয় বরং আল্লাহ তাআলার সকল নেয়ামতেরই খুবই সম্মান করা এবং কখনোই এই নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা না করা।

রিষিকের অকৃতজ্ঞতা রিষিকে সংকীর্ণতার কারণ হতে পারে

তাফসীরে সীরাতুল জিনান এর ৩য় খন্ডের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “মুসলমান যখন আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বা আল্লাহ তাআলার প্রতি উদাসীনতাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে এবং নিজের নফসের চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত হয়ে যায় আর নিজের মন্দ আমলের আধিক্যের কারণে নিজেকে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অনুপযুক্ত বানিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তার থেকে নিজের প্রদানকৃত নেয়ামত ফিরিয়ে নেয়।” (সীরাতুল জিনান, ৩/৫৪৩)

পারা ১৩, সূরা ইব্রাহীম এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব এবং অকৃতজ্ঞতার ক্ষতিকো স্পষ্ট করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

كَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٣﴾

(পারা ১৩, ইব্রাহীম, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর’।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রিষিকের অসম্মানের অবস্থা এবং এর ক্ষতি সমূহ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্তমান যুগে একেবারে বোধ সম্পন্নহীন ভাবে রিষিকের গুরুত্বহীনতা এবং অসম্মানের প্রতি আফসোস ও বিষন্নতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: “আজকাল রিষিকের গুরুত্বহীনতা এবং অসম্মান করা থেকে কোন ঘরটিই বা বেঁচে আছে, বাংলায় বসবাসকারী বিভ্রান্তালী থেকে শুরু করে ঝুঁপড়িতে বসবাসকারী শ্রমিকরাও এই অসাবধানতার শিকার, বিয়ে-শাদীতে বিভিন্ন রকমের খাবার নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে ঘরেও খাবারের পাত্র ধোয়ার সময় তরকারির ঝোল, চাল এবং এর বিভিন্ন অংশ পানিতে ধুয়ে مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ আবর্জনা পরিণত করে দেয়া হয়, আহ! যদি রুজিতে বরকতশূণ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ কারণটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকতো এবং খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিতাম, এই খাবারটি এমন এক জিনিস, যার আদব এবং সম্মানের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় আক্কা, হাবীবে কিবরিয়া صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিদ্দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন; “মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর মহা মর্যাদাময় ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখলেন, তা উঠিয়ে মুচলেন, অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمًا (উত্তম জিনিসের সম্মান করো। কেননা, এই জিনিস (অর্থাৎ রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি।” (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আত আম্মাহ, ৪/৪৯, হাদীস নং-৩৩৫৩)

সুতরাং আমাদেরকে খাবারের ন্যায় আল্লাহ তাআলার মহান নেয়ামতের সম্মান করা উচিত এবং এর পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়ও সুন্নাত ও আদবের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা, যদি আমরা খাওয়ার সময় খাবারের সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখি তবে إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ শুধু রিষিকের অসম্মান করা থেকে বাঁচতে সফল হবো না বরং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের পাশাপাশি রিষিকে বরকতের নেয়ামত দ্বারাও ধন্য হবো।

আসুন! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা ﷺ এর প্রদানকৃত রিযিকে বরকতের একটি মাদানী ব্যবস্থাপত্র শ্রবণ করি এবং সে অনুযায়ী আমল করার নিয়ত করে নিই।

বরকত অর্জনের ব্যবস্থাপত্র

দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: “একত্র হয়ে খাও, পৃথক পৃথক হয়ে খেও না। কেননা, বরকত একত্রতার সাথে রয়েছে।” (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আত আম্মাহ, ৪/২১, হাদীস নং-৩২৮৭)

হযরত সায্যিদুনা ওয়াহ্শী বিন হারব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর দাদাজান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: “সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَامُ দরবারে রিসালত আরয করলেন: “ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! আমরা খাবারতো খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না?” রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম ﷺ ইরশাদ করলেন: “তোমরা হয়তো পৃথক পৃথকভাবে খাও?” আরয করলেন: “জ্বী হ্যাঁ,” ইরশাদ করলেন: “একত্রিত হয়ে বসে খাবার খাও এবং بِسْمِ اللهِ পড়ে নাও, তোমাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হবে।” (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল আতরাম্মাহ, ৩/৪৮৬, হাদীস নং-৩৭৬৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মন্দ আমলও রিযিকে সংকীর্ণতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিযিকে সংকীর্ণতার আর একটি কারণ হলো গুনাহ। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, কখনো কখনো মানুষের উপর আসা বিভিন্ন ধরনের বিপদ সমূহ হতে অভাব ও বেকারত্ব এবং রিযিকে বরকতহীনতারও এক বড় কারণ তার নিজেরই মন্দ আমল, মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে এবং গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, তখন অভাব ও বেকারত্ব এবং তাছাড়াও আরো অনেক বিপদের শিকার হয়ে যায়। পারা ২৫ সূরা আশ শুরা এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

(পারা-২৫, সূরা আশ শুরা, আয়াত-৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসিবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলোই উপার্জন করেছে এবং অনেক কিছুই তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: “দুনিয়ায় যে কষ্ট ও বিপদাপদ মুমিনের উপর আসে, এর অধিকাংশই তার গুনাহের কারণে হয়ে থাকে, এই কষ্টসমূহকে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন।”

নফস ও শয়তান হো গেয়ে গালিব,
কর কে তাওবা মে পির গুনাহোঁ,
নিম জাঁ কর দিয়া গুনাহোঁ নে,

উন কে চুঙ্গল সে তু ছুড়া ইয়া রব!
মে হো হি জাতা হোঁ মুবকাল ইয়া রব!
মরযে ইসইয়াঁ সে দেয় শিফা ইয়া রব!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মোবারাকা এবং এর তাফসীরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করি যে, বিভিন্ন বিপদাপদ এবং রিষিকে বরকতহীনতা আমাদের নিজেরই মন্দ আমলের কারণে তো নয়? কেননা আজকাল আমাদের সমাজে গুনাহের এতই প্রসারতা যে الْاَمَانُ وَالْحَفِيظُ (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)। দূর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষই আজ বে-আমলীর শিকার, না বান্দার হক আদায়ের মানসিকতা আর না আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করার উপলব্ধি, নেক কাজ করা নফসের জন্য খুবই কঠিন এবং গুনাহ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে, প্রয়োজনীয়তা এবং সহজতা অর্জনের জন্য সীমিতরিজ্ত চেষ্টাই অধিকাংশ মুসলমানকেই আখিরাতের ভাবনা থেকে একেবারে উদাসীন করে রেখেছে। গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কুধারনা করা, গীবত করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ-ত্রুটি জানার আত্মহে থাকা, মানুষের দোষ বের করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, হত্যা করা, কাউকে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ খেলাফী করা, কারো জিনিস ধার নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানদের মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস তার অপছন্দনীয় হওয়া স্বত্ত্বেও ব্যবহার করা, মদ্যপান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম (যিনা) করা, সিনেমা

নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাঁদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি প্রদান করা, নারীরা পুরুষের অনুকরণ এবং পুরুষরা নারীদের অনুকরণ করা, বেपर्দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা (রিয়া), নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা, অন্যের দুঃখে আনন্দ (অর্থাৎ কোন মুসলমানের রোগ, কষ্ট বা ক্ষতিতে খুশি হওয়া), রাগান্বিত অবস্থায় শরীয়াতের সীমাতিক্রম করা, গুনাহের লোভ, পদলোভীতা (অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষী হওয়া), কৃপণতা, আত্ম-গরিমা ইত্যাদি বিষয়াদি আমাদের সমাজে খুবই ধৃষ্টতার সহিত করা হয়। একটু ভাবুন তো! এরূপ গুনাহের পরও যদি আমাদের রিযিকে স্বল্পতা ও বঞ্চনা না হয়ে হবেই বা কি? সুতরাং যদি আমরা রোজগারে উন্নতি ও বরকতের আকাঙ্ক্ষী হই এবং বিভিন্ন বিপদাপদ ও রিযিকের বঞ্চনা থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদের গুনাহের আপদ থেকে মুক্তি অর্জন করতে হবে, মনে রাখবেন! গুনাহ করার পরও বিপদাপদ থেকে মুক্তির আশা করা যেন কাঁটা বিনে গোলাপ ফুল পাওয়ার আশা করার মতোই।

দেখে হে ইয়ে দিন আপনি গাফলত কি বদৌলত,
সাচ হে কেহ বুড়ে কাম কা আঞ্জাম বুড়া হোতা হে।

আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ لَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدُّنْبِ يُصِيبُهُ ” অর্থাৎ দোয়ার দ্বারা তাকদীর (ভাগ্য) পরিবর্তন হয়ে যায় এবং নেক কাজের দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়, নিশ্চয় বান্দার গুনাহের কারণে তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা তার নিকট পৌঁছার ছিলো।”

(আল মুসতাদরিক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদীস নং ১৮৫৭)

আশিকে মাল ইস মে সুচ আখের কিয়া উরুজ ও কামাল রাখা হে?
ভুঝ কো মিল জায়েগা জু কিসমত মে তেরী রিযিকে হালাল রাখা হে।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিকে স্বল্পতার কারণ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অপকর্ম (অর্থাৎ যিনা)। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মহামারিও আমাদের সমাজে বিদ্যমান, অথচ কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে এই কবীরা গুনাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি পারা ১৫ সুরা বনি ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٥﴾
(পারা ১৫, সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবৈধ যৌন সম্বোগের নিকটে যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “অপকর্ম (যিনা) কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে অনেক বড় গুনাহ এবং অপকর্ম কারীর উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফিরিশতা এবং সকল মানুষের লানত অবতীর্ণ হতে থাকবে এবং যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন।” (বাহরুদ দুয় লিইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা ১৬৫) মনে রাখবেন! অপকর্ম দ্বারা শুধু এটা নয় যে, পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয় বরং এছাড়াও মানুষ চোখ, কান, মুখ, হাত এবং পা দ্বারা যে বিভিন্ন গুনাহ করে থাকে, হাদীসে পাকে তাকেও অপকর্ম বলে ঘোষণা করেছে।

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি।” (বুখারী, কিতাবুল ইসতাইযান, ৪/১৬৯, হাদীস নং-৬২৪৩) এমনিভাবে অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে যে, চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, কানের যিনা হচ্ছে শুনা, মুখের যিনা হচ্ছে কথাবার্তা বলা, হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে চলা। সুতরাং আমাদের উচিত যে, চোখ, কান, মুখ, হাত, পা এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার মহান নেয়ামত, তা সর্বদা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও নির্দেশানুযায়ী কাজে ব্যবহার করা, কখনোই অপকর্মের ন্যায় কাজে ব্যবহার না করা। কেননা, অপকর্ম যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসন্তুষ্টির কারণ, তেমনি রিষিকে স্বল্পতারও কারণ। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি মুশুফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: “الرِّبَا فَاِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ” অর্থাৎ অপকর্ম অভাবগ্রস্ততার কারণ।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩৭তম অধ্যায়, ৪/৩৬৩, হাদীস নং-৫৪১৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: “আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি যিনাকারীকে অভাবগ্রস্ত করবো, যদিওবা কিছুদিন পরই হোক না কেন।”

(বাহরুদ দুমু লিইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা ১৬৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: “অপকর্ম থেকে দূরে থাকো। কেননা, এতে ৬টি ক্ষতি বিদ্যমান; ৩টি ইহকালীন এবং ৩টি পরকালীন, ইহকালীন ক্ষতি হলো (১) এর কারণে চেহারার উজ্জ্বলতা নিঃশেষ হয়ে যায়, (২) অভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, এবং (৩) বয়স কমে যায়। পরকালীন ক্ষতি হলো (১) এর কারণে আল্লাহ্ তাআলার গযব অবতীর্ণ হয়, (২) হিসাব কঠোর হবে, এবং (৩) জাহান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হুদুদ, কসমুল আকওয়াল, ৫ম অধ্যায়, ৩/১২৬, হাদীস নং-১৩০১৮)

মিটা দেয় সারি খতায়েরি মিটা ইয়া রব!

বানাদে নেক বনা নেক দেয় বনা ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সূদও রিযিকে সংকীর্ণতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিযিকে সংকীর্ণতার কারণ সমূহের আরো একটি কারণ হচ্ছে সূদ। যেমন বর্ণিত আছে: “الرِّبَا فَاِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ” অর্থাৎ সূদ থেকে বেঁচে থাকো কেননা এটি অভাব ডেকে আনে।” (ইরশাদুস সাব্বী, কিতাবব মানাকিবুল আনসার, ৮/৩৪৩, হাদীস নং-৩৮২৮) মনে রাখবেন! সূদ এমন একটি গুনাহ, যা সর্বদা অর্থনীতি এবং কর্মকে ধ্বংস করেছে, কোরআন ও হাদীসে সূদ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, এমনকি সূদ পরিহার না করা ব্যক্তিদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন পারা ৩ সূরা বাকারার এর ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
﴿٢٤٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٤٩﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯)


অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَ
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও। অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধের এবং যদি তোমরা তাওবা করো, তবে নিজেদের মূলধন নিয়ে নাও। না তোমরা কারো ক্ষতি সাধন করবে, না তোমাদের ক্ষতি হবে।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন দাঁড়াবে না, কিন্তু যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জিন) স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছেন। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছিলো, ‘বেচাকেনাও তো সুদেরই মতো’। আর আল্লাহ হালাল করেছেন বেঁচা-কেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে।

সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: অর্থ এই যে, যেমনিভাবে জ্বিনে ধরা ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হেলতে দুলতে চলে, কিয়ামতের দিন সুদখোরের এমনি অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার পেট অনেক ভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে যাবে আর সে এই বোঝার কারণে বার বার পরে যাবে। তিনি আরো বলেন যে, এই আয়াতে সুদ হারাম হওয়া এবং সুদখোরের বিপদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সুদকে হারাম করাতে অনেক হিকমত রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটি হলো যে,  সুদের লেনদেনে যা অতিরিক্ত নেয়া হয়, তা একে অপরের নিকট থেকে লেনদেনে কোন প্রকার সম্পদের পরিবর্তন বা প্রত্যাবর্তন ছাড়াই নেয়া এবং

তা সরাসরি অন্যায়ে। ❁ সুদের প্রচলন ব্যবসাকে নষ্ট করে দেয়। কেননা, সুদখোরের কোন কষ্ট ছাড়াই সম্পদ অর্জন করাকে ব্যবসার কষ্ট এবং বিপদাপদ থেকে অনেক বেশি সহজ মনে হয় এবং ব্যবসার অবনতি মানব সমাজের ক্ষতি সাধিত করে। ❁ সুদের প্রচলনে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে ক্ষতি সাধন করে। কেননা, যখন মানুষ সুদে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে কাউকেও “কর্জে হাসান” (বিনা শর্তে ঋণ) দ্বারা সাহায্য করাকে সহ্য করতে পারে না। ❁ সুদের কারণে মানুষের স্বভাবে হিংস্র প্রাণীর চেয়েও বেশি কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সুদখোর ঋণ গ্রহিতার ধ্বংসই কামনা করে, এছাড়াও সুদে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি হিকমত সমৃদ্ধ। (খাযাইনুল ইরফান, ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)

সুদের নিন্দা সম্পর্কিত হযুর পুরনূর ﷺ এর ৪টি বাণী

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহিতা এবং সুদ দাতা এবং সুদের কাগজাদির (হিসাব) লেখক এবং এর সাম্য দাতার প্রতি লানত করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এরা সবাই সমান। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ৮৬২, হাদীস নং-১৫৯৮)
২. ইরশাদ হচ্ছে: “সুদের একটি দিরহামও জেনে শুনে যে খেল, তা ছত্রিশ (৩৬) বার অপকর্ম (যিনা) করার চেয়েও নিকৃষ্ট।”
(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আল আনসার, ৮/২২৩, হাদীস নং-২২০১৬)
৩. ইরশাদ হচ্ছে: “মিরাজ রজনীতে আমার গমন এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে হল, যাদের পেট ঘরের ন্যায় (অর্থাৎ বড় বড়), সেই পেটগুলোতে রয়েছে সাপ, যা বহির থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! এরা কারা? বলল: এরা হচ্ছে সুদখোর।” (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, ৩/৭২, হাদীস নং-২২৭৩)
৪. প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী ﷺ ইরশাদ করেন: “সুদের কারণে (প্রকাশ্যভাবে) যদিও সম্পদের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পরিণাম এটাই যে, সম্পদ কমে যাবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ২/৫০, হাদীস নং-৩৭৫৪)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এই হাদীসের আলোকে বলেন: সুদের মাধ্যমে সম্পদ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সুদ গ্রহিতার প্রতি (সম্পদের) ধ্বংসযজ্ঞতার দরজা খুলে যায়, যার কারণে সম্পদ কমে যায় এবং অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ফয়যুল কদীর, ৪/৬৬, হাদীস নং ৪৫০৫) সুদের সম্পদের ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

ط يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ

(পারা ৩, সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহু ধ্বংস করেন সূদকে আর বর্ধিত করেন দানকে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাজমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াত দ্বারা দু’টি মাসআলা জানা যায়, প্রথমটি হলো যে, মুমিনের জন্য সূদে বরকত নাই, এটি কাফিরের খাদ্য হতে পারে মুমিনের নয়। সুতরাং নিজেকে নিজে কাফিরের সাথে তুলনা করো না, কাফির সূদ নিয়ে উন্নতি করবে আর মু’মিন করবে যাকাত দিয়ে। দ্বিতীয়টি হলো যে, সূদের টাকায় যাকাত, দান ও অনুদান কবুল হবে না। (নুরুল ইরফান, পারা ৩, আল বাকারা, ২৭৬ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআন ও হাদীসের এরূপ স্পষ্ট বাণী স্বত্তেও যদি কেউ সূদের লেনদেন ত্যাগ না করে এবং একেই নিজের অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় মনে করে তবে তা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা এবং আল্লাহু তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অবাধ্যতাই। নিঃসন্দেহে সূদ এবং এছাড়াও আরো অন্যান্য নাজায়িয় পন্থায় অর্জিত হারাম সম্পদ দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংসের কারণ। আসুন! এ সম্পর্কে হারাম সম্পদের ধ্বংসলীলাও লক্ষ্য করুন:

যেমন খাবার তেমনই কাজ

হারাম সম্পদের একটি শাস্তি এটাও যে, হারাম গ্রাস যখন পেটে গিয়ে পৌঁছে, তখন এ থেকে যে রক্ত তৈরি হয় তা মানুষকে আরো গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে সে গুনাহের চোরাবালিতে হারিয়ে যেতে থাকে এবং নিজের সমাপ্তি নষ্ট করে দেয়। শায়খ আকবর ইমাম মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খেয়ে নেয়া প্রতিটি গ্রাস নিজের কৃতকর্মের কারণ হয়, অর্থাৎ যদি সেই গ্রাস হারামের হয়ে থাকে তবে হারাম কাজের উপলক্ষ্যই হবে, অপছন্দনীয় হলে তবে অপছন্দনীয় হবে এবং যদি মুবাহ হয় তবে তা মুবাহ কাজের উপলক্ষ্য হবে এবং এভাবেই যদি খাবার বরকতময় হয় তবে তা উত্তম কাজের উপলক্ষ্য হবে আর বান্দার কর্মে বরকত এবং উন্নতির উপলক্ষ্য হবে।

(ভাফসীরে ইবনে আরাবী, পারা ৩, আল বাকারা, ২৭৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১১৪)

হারাম গ্রাস দোয়া কবুলের পথে প্রতিবন্ধক

হারাম গ্রাসের আরো একটি শাস্তি হলো যে, তা দোয়া কবুলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, জনাবে সাদিক ও আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুল এলোমেলো এবং শরীর ধুলায় মলিন আর নিজের হাতকে আকাশের দিকে তুলে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে (অর্থাৎ দোয়া প্রার্থনা করে) অথচ তার খাবার হারামের, পানীয় হারামের এবং পোশাক হারামের হলে, তবে তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবু হুরাইরা, ৩/২২০, হাদীস নং- ৮৩৫৬)

রহে সব শাদ ঘরওয়ালে শাহা খোড়ি সি রুজি পর,
আতা হো দৌলতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসুলান্নাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

হারাম গ্রাস আমল কবুলের পথে প্রতিবন্ধক

যেমনিভাবে হারাম গ্রাসের ভয়াবহতায় দোয়া কবুলিয়তে আটকে যায়, তেমনিভাবেই নেক আমলও কবুলিয়তের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, মাহবুবে রাব্বুল আলামিন, জনাবে সাদিক ও আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আপন খাবারকে পবিত্র করে নাও! তোমাদের দোয়া সমূহ কবুল হতে থাকবে, সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ! যার কুদরতের আয়ত্বে আমি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর প্রাণ! বান্দা যখন হারাম গ্রাস তার পেটে দেয় তখন তার ৪০ দিনের আমল কবুল হয় না এবং যে ব্যক্তির মাংস হারাম দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য আগুনই সর্বধিক উত্তম।

(মু'জামুল আউসাত, ৫/৩৪, হাদীস নং-৬৪৯৫)

রিষিকের জামিনদার কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, হারাম সম্পদে ধ্বংসই ধ্বংস। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যিক যে, সে যেন দুনিয়া আখিরাতের ধ্বংসাত্মক এবং রিষিকের স্বল্পতা থেকে বাঁচার জন্য সুদ ও হারাম সম্পদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এবং এই বিষয়টি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, দুনিয়ায় বসবাসকারী সকল প্রাণী, হোক না উন্নতির শিখরে পৌঁছা শহুরে বা

কোন গ্রামের গ্রাম্য, ঘন জঙ্গলে থাকা জীব জন্তু বা উচ্চ ও উন্নত বৃক্ষের মগডালে অবস্থানকারী পাখি, সমুদ্রের গভীরে থাকা মাছ হোক বা পাথরের পেটে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও পবিত্র কাজে উৎসর্গকারী কীট, সকলেরই রিষিকের দায়িত্ব খোদায়ে খালিক ও রাজ্জাক عَزَّوَجَلَّ তাঁর নিজ যিম্মায় রেখেছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

اللَّهِ رِزْقُهَا (পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে

এমন কোন বিচরণকারী নেই, যার জীবিকা

আল্লাহর করুণার দায়িত্বে নয়;

যখন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন عَزَّوَجَلَّই সকল প্রাণীর রিষিকের জামিনদার, তবে আমাদের উচিত যে, এই স্বভার উপরই ভরসা করা এবং সূদ নিয়ে নিজেরই মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করার পরিবর্তে জায়িয় এবং হালাল উপায়ে রিষিকের সন্ধান করা। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ যাই নসীবে আছে তা অবশ্যই অর্জিত হবে। দু'জাহানের মালিক ও মুখতার, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: “নিশ্চয় রিষিক বান্দাকে খুঁজে বেড়ায়, যেমনিভাবে তার মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়ায়।” (সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুয যাকাত, ৪/৯৮, হাদীস নং-৩২২৭) সুতরাং এই হাদীসে পাকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখা উচিত এবং এই বিষয়টি মন ও মননে গোঁথে নিন যে, রিষিকের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাঝেই লুকায়িত, নিজের অন্তরে তাকওয়া ও পরহেজগারির বীজ বপন করুন, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচান এবং আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে সৃষ্টি করলে, তাঁর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করলে তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আমাদের সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং রিষিকে এমন বরকত হবে, যা আমাদের কল্পনাতীত। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(পারা ২৮, আত তালাক, আয়াত ২-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে আল্লাহকে ভয়

করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে

দেবেন; এবং তাকে ওই স্থান থেকে জীবিকা দেবেন,

যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহর

উপর ভরসা করে, তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।

তু ডর আপনা ইনায়ত কর রাহে ইস ডর সে আখৈ তর,
মিটা খউফে জাহাঁ দিল সে মিটা দুনিয়া কা গম মাওলা ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসলামে যাকাতের বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিষিকে সংকীর্ণতা এবং গুনাহের আধিক্যের আরো একটি কারণ হলো যাকাত না দেয়া। মনে রাখবেন! যাকাত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। এটি এমনই সুন্দর এক রীতি, যার মাধ্যমে সমাজের নিঃশ্ব এবং অভাবগ্রস্থ মানুষের আর্থিক সহযোগিতা অর্জিত হয়। যদি সকল সম্পদশালী লোক সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করে তবে দারিদ্রতা ও অভাব দূর হয়ে যেত। কোরআনে করীমে যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে, যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ
الْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির;

আসুন! যাকাত প্রদানকারীদের ব্যাপারে আর্থিক ক্ষতি এবং জীবিকা সঙ্কট সম্পর্কিত হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: “যে সম্প্রদায় যাকাত প্রদান করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের দূর্ভিক্ষে লিপ্ত করবে।” (মু'জামুল আউসাত, ৩/২৭৫, হাদীস নং-৪৫৭৭)
২. ইরশাদ হচ্ছে: “জলস্থলে যে সম্পদ নষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই হয়ে থাকে।” (কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, কসমুল আকওয়াল, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩/১৩১, হাদীস নং-১৫৮০৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“তঙ্গদস্তি কে আসবাব অউর উস কা হাল” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আসলেই জীবিকার ভাবনা এবং রিযিকের অভাব থেকে মুক্তি পেতে চাই তবে আমাদের উচিত যে, রিযিকের অভাবের কারণগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, **اَلْحَيْبُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মুসলমানের মঙ্গল কামনায় চেতনায় দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ 'আল মদীনা তুল ইলমিয়া'র পক্ষ থেকে রিযিকে স্বল্পতা ও এর প্রতিকার সম্বলিত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অনেক উপকারী “তঙ্গদস্তি কে আসবাব অউর উস কা হাল” নামে একটি রিসালা সংকলন করা হয়েছে, যাতে অভাবগ্রস্থতার কারণ, ব্যবসায়িক বিষয়ে কসমের শাস্তি, রসদে বরকতহীনতার কারণ, অভাব থেকে মুক্তি এবং রুজিতে বরকত অর্জন সম্পর্কে খুবই উপকারী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সকল ইসলামী ভাইদের নিকট মাদানী অনুরোধ হচ্ছে, এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে শুধু নিজে অধ্যয়ন করবেন না, বরং সামর্থ অনুযায়ী অন্যান্য ইসলামী ইসলামী ভাইদেরও সাওয়াবের নিয়তে বন্টন করে তা অধ্যয়নের উৎসাহও প্রদান করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

এই রিসালায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখা হয় যে, তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: যেমনিভাবে রুজিতে বরকতে উপায় রয়েছে তেমনিভাবে রিযিকে স্বল্পতারও কারণ রয়েছে। যদি তা থেকে বেঁচে থাকা যায় তবে **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** রুজিতে বরকতই বরকত দেখা যাবে। এরপর আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** মুসলমানের মঙ্গল কামনায় অভাবগ্রস্থতার কারণগুলো বর্ণনা করেন, আসুন শ্রবণ করি: ❀ হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া ❀ খালি মাথায় খাওয়া ❀ অন্ধকারে খাওয়া ❀ দরজায় বসে পানাহার করা ❀ মৃত ব্যক্তির নিকট বসে খাওয়া ❀ জানাবাত অবস্থায় (অর্থাৎ সহবাস বা স্বপ্ন দোষের পর গোসলের পূর্বে) খাবার খাওয়া ❀ (পাত্র থেকে) বের করা খাবার খেতে দেবী করা

❁ খাটে দস্তুর খানা বিছানো ব্যতীত খাওয়া। ❁ খাটে নিজে মাথার দিকে বসা ও খাবার বিছানায় পা রাখার দিকে রাখা ❁ দাঁত দিয়ে রুটি ছেড়া (বারগার ইত্যাদি আহারকারীও সতর্কতা অবলম্বন করুন) ❁ কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়। (মনে রাখবেন! বাসন বা কাপের ভাঙ্গা অংশের দিক দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করা মাকরুহ। মাটির ফাটল ধরা বা এমন বাসন যেসবের ভেতরের অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি উঠে গেছে তা দিয়ে খাবার খাবেন না, কারণ কাদা ময়লা ও জীবাণু পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে)

❁ খাওয়ার পর পাত্র পরিস্কার না করা, যে বাসনে খাওয়া হয়েছে তাতেই হাত ধোয়া ❁ পানাহারের পাত্র খোলাবস্থায় রেখে দেয়া। (পানাহারের পাত্র بِسْمِ اللَّهِ বলে ঢেকে রাখা উচিত। কারণ বালা-মুসিবত সেগুলোর উপর অবতীর্ণ হয় ও তা নষ্ট করে দেয়। অতঃপর ঐ খাদ্য ও পানীয় রোগব্যাদি বয়ে আনে) ❁ রুটিকে যেখানে সেখানে রাখা, যাতে বেয়াদবী হয় ও পায়ের লাগে। (সুন্নী বেহেস্তী শেখর, পৃষ্ঠা ৫৯৫-৬০১) হযরত সায্যিদুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনূজী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অভাবগ্রস্ততার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোও রয়েছে ❁ অধিক ঘুমানোর অভ্যাস (এতে মূর্খতারও সৃষ্টি হয়) ❁ উলঙ্গ হয়ে শোয়া ❁ নির্লজ্জভাবে প্রশ্রাব করা (মানুষের সামনে সাধারণত রাস্তাঘাটে সংকোচহীনভাবে প্রশ্রাবকারীরা মনোযোগ দিন!) ❁ দস্তুরখানায় পতিত দানা ও খাবারের অংশ ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়াতে অবহেলা করা ❁ পিঁয়াজ ও রসুনের ছিলকা (চামড়া) জ্বালানো ❁ কাপড় ঘর দিয়ে ঝাঁড়ু দেয়া ❁ রাতে ঝাড়ু দেয়া ❁ চাবুক ঘরেই রেখে দেয়া ❁ মাশায়িখের (বুয়ুর্গদের) আগে আগে পথ চলা ❁ মাতা-পিতাকে নাম ধরে ডাকা ❁ দরজার এক অংশের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ❁ টয়লেটে অযু করা ❁ শরীরেরই কাপড় ইত্যাদি সেলাই করা ❁ পোশাক দিয়ে মুখ শুকানো (অর্থাৎ শরীরে পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মোছা) ❁ ঘরে মাকড়শার জাল থাকতে দেয়া ❁ নামাযে অবহেলা করা। ❁ ফযরের নামাযের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া ❁ ভোরে বাজারে যাওয়া ❁ বাজার থেকে দেরী করে আসা ❁ নিজের সন্তানকে বদ-দোয়া করা (প্রায় মহিলারা কথায় কথায় নিজের বাচ্চাদের বদ-দোয়া করে থাকেন আর পরে দারিদ্রতার কারণে কান্নাও করেন!) ❁ গুনাহ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা ❁ চেরাগ ফুঁক দিয়ে নিভানো ❁ ভাঙ্গা

চিরঞ্জীবি ব্যবহার করা ❀ মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দোয়া না করা ❀ পাগড়ী বসে বাঁধা ❀ পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা ❀ নেক আমলে গড়িমসি করা। (তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআল্লুম, ৭৩, ৭৬ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা করাচী)

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী!

গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী কাফেলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি মন লাগাতে, গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে, অভাবগ্রস্থতার আপদকে পিছু ছাড়াতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জনের জন্য তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পাশাপাশি ১২টি মাদানী কাজেও স্বঃতস্কূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সফরকারী আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করা। অসংখ্য হাদীসে মোবারাকায় বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলার পথে সফরের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির পা আল্লাহ তাআলার পথে ধূলা মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।” (বুখারী, কিতাবুজ্জিহাদ ওয়াস সেয়র, ২/২৫৭, হাদীস নং-২৮১১) সুতরাং আমাদের সবারই আল্লাহ তাআলার পথে সফরের ফযীলত অর্জনে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা উচিত।

মাদানী কাফেলায় সফর করতে কি কি অর্জিত হবে? আসুন! কাব্যিক ভাষায় শ্রবণ করি, যা আমীরে আহলে সুন্নাতে وَأَمَّتْ بَيْنَكُمْ تُهْمُ الْعَالِيَةِ এর কালাম থেকে বাঙ্গানুবাদ পেশ করা হলো:

লুটেতে রহমত কাফেলাতে চলো, শিখতে সুন্নাত কাফেলাতে চলো।
 ঋণ হবে আদায় এসে করো দোয়া, পাবে তুমি বরকত কাফেলাতে চলো।
 দুঃখ মুচে যাবে আসবে দিন অনন্য, ঘুচে যাবে দুর্বিপাক কাফেলাতে চলো।
 ধন চুরি হোক বা কোথাও হারিয়ে যাক, মঙ্গল হবে গুন কাফেলাতে চলো।
 অভাব মিটে যাবে বিপদাপদ হবে দূর, বরকত অর্জনে কাফেলাতে চলো।

(ওয়সায়িলে বখশীশ)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

আমি ভিডিও সেন্টার কেন বন্ধ করে দিলাম?

লাভি (বাবুল মদীনা করাচী) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমাদের এলাকায় একটি ভিডিও সেন্টারের বাইরে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাই উন্নতের সংশোধনের চেতনায় গ্রীষ্মের তাপ এবং শীতের ঠান্ডা উপেক্ষা করে নিয়মিতভাবে চৌক দরস দিতো। ইসলামী ভাইটি সেই ভিডিও সেন্টারের মালিককেও দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতেই থাকতে, কিন্তু সে প্রতিদিনই ব্যস্ততার অযুহাত দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করতো, অবশেষে একদিন চৌক দরসে অংশগ্রহণ করেই নিলো। যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ শুরু করল তখন খোদাভীতি এবং ইশকে মুস্তফায় ভরা বাক্য প্রভাবময় তীর হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করলো। মন ও মননে ছেয়ে থাকা উদাসীনতার পর্দা সরে গেলো। তার উপর চৌক দরসের বরকতে আখিরাতের ভাবনা প্রাধান্য বিস্তার করল। যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ইনফিরাদি কৌশিহ করে তাকে দা'ওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলেন তখন সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলো এবং এভাবেই সে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশীদার হতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কিছুদিনের মধ্যেই তার মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন এসে গেলো। সে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো এবং গুনাহে লিপ্তকারী ব্যবসা (অর্থাৎ ভিডিও সেন্টার) বন্ধ করে দিল আর সুতা ও লেইস ফিতার ব্যবসা শুরু করে দিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে ভিডিও সেন্টারের মালিকের মাঝে কিরূপ ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হল, না শুধু সে নিজে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগল বরং ভিডিও সেন্টারের ন্যায় মন্দ ব্যবসাও বন্ধ করে দিল। নিঃসন্দেহে যদি সকল মুসলমান ব্যবসা ও অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি মূলক কাজ ত্যাগ করে দেয় এবং তাঁর স্মরণকে নিজের অন্তরে গেঁথে নেয় তবে আল্লাহ তাআলার রহমতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলাই তার রিষিকে এমন বরকত দান করবেন যে, তার অর্থনৈতিক সমস্যার নাম ও নিশানাও আর থাকবে না।

রিষিকে বরকত লাভের উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেভাবে রিষিকে সংকীর্ণতা এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভাবগ্রস্ততার কারণগুলো থেকে বাঁচা প্রয়োজন, তেমনি রিষিকে প্রাচুর্যতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রিষিকে প্রশস্ততা এবং বরকত সৃষ্টিকারী বিষয় অবলম্বন করাও খুবই প্রয়োজন। আসুন! রিষিকে বরকত সৃষ্টিকারী কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

❁ আত্মীয় স্বজন এবং বিশেষ করে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৬, হাদীস নং-৫৯৮৬) ❁ তাকওয়া অবলম্বন করা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা (গুনাহ ত্যাগ করা) ❁ চাশতের নামায পড়া (কেননা এই আমলটি রিষিকে বরকতের জন্য খুবই উপকারী ও পরীক্ষিত আমল) ❁ কোরআনে পাকের বিভিন্ন সূরা পাঠ করা যেমন সূরা মুলক, সূরা মুযাম্মিল, সূরা তুল লাইল ও সূরা আলাম নাশরাহ এবং বিশেষ করে সূরা ওয়াকিয়ার তিলাওয়াত করতে থাকাও রিষিকে প্রশস্ততার উপায়। ❁ সদকা আদায় করা, হাদীসে পাকে রয়েছে: “أَسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ” অনুবাদ: সদকার মাধ্যমে রিষিক অন্বেষণ কর।” (আল কা'মিলু ফি দা'ফাআর রিজাল, হাবীব বিন আব্বি হাবীব, ৩/৩২৬) ❁ সকাল সকাল জাগ্রত হওয়া (এবং ফযরের নামায আদায় করা) নেয়ামত বৃদ্ধির উপায়। ❁ মানুষের সাথে সদয় আচরণ এবং মিষ্টভাষ্যও রিষিক বৃদ্ধি করে। ❁ নিজের ঘরের পরিবেশ এবং ঘরের পাত্র সমূহ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা রিষিকে বরকতের মাধ্যম। ❁ পাঁচ ওয়াজ নামায আদায় এবং এতে বিনয় ও নম্রতা আর নিয়মানুবর্তিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজীব, সুন্নাত ও আদবের পুরোপুরি

অনুসরণও রিযিকে বরকতের মাধ্যম। (রাহে ইলম, ১০৫ পৃষ্ঠা) ❀ মসজিদে আযানের পূর্বে পৌঁছাও রিযিকে বরকতের মাধ্যম। ❀ সর্বদা ওয়ু অবস্থায় থাকা রিযিকে বরকতের মাধ্যম। ❀ ইশার নামাযের পর দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা রিযিকে বরকতের মাধ্যম। ❀ অনুপকারী এবং অযথা কথাবার্তা পরিহার করাও রিযিকে বরকতের মাধ্যম। ❀ নিজের সন্তানের আন্মার পোশাক এবং পারিবারিক ব্যয় সম্প্রসারিত করা। ❀ আশুরার দিন (অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখ) নিজের সন্তানদের খাওয়া দাওয়ায় খুবই উদার এবং প্রশস্ত করা। (মা'সাবহু কিস সানাহ, ১৭ পৃষ্ঠা) ❀ দিন রাত আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া প্রার্থনা করা। (মু'জামুয যাওয়াদিদ, কিতবুল আদইয়া, নাখার-১৭১৯৯, ১০/২২১) ❀ দিনের শুরুতে ঘরে بِسْمِ اللّٰهِ এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে নেয়া। ❀ খাবার পূর্বে ও পরে ওয়ু করা (অর্থাৎ হাত ও মুখ ধোয়া)। (কানযুল উম্মাল, ১০/১০৬, হাদীস নং-৪০৭৫৫) ❀ দ্বীনের বিধানাবলীর উপর কঠোরভাবে আমল করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা। (শুয়াবুল ইমান, ৬/২১৯, হাদীস নং-৭৯৪৭) ❀ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা। ❀ দস্তুর খানায় পতিত টুকরো খুঁজে খুঁজে খেয়ে নেয়া। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, ১ম অধ্যায়, ৫/৫৯৭) ❀ তাহাজ্জুদের নামায পড়তে থাকা, অধিকহারে তাওবা করতে থাকা এবং ফযরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যখানে সত্তর (৭০) বার ইস্তিগফার করা, ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা। (সুন্নী বেহেশতি য়েবর, ৬০৯ পৃষ্ঠা) ❀ কোরআনে করীম ও দ্বীনি কিতাব মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করা। ❀ অন্যের প্রতি ইলমে দ্বীন পৌঁছানো, যদিওবা তা হোক কোরআনের একটি আয়াত বা দ্বীনের একটি মাসআলা, রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততার মাধ্যম।

আসুন! বিভিন্ন হাদীসের আলোকে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রিযিকে বরকত সম্পর্কিত আরো তিনটি মাদানী ফুল প্রত্যক্ষ করুন।

রিযিকে বরকতের রুহানী চিকিৎসা

১. নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ইস্তিগফার অর্থাৎ তাওবা করাকে নিজের উপর আবশ্যিক করে নিবে, আল্লাহ তাআলা তার সকল সমস্যা দূর করে দিবেন এবং সকল প্রকার অভাব থেকে প্রশান্তি দান করবেন আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার কল্পনাতীত।” (ইবনে সাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৫৭, হাদীস নং-৩৮১৯)

২. মলফুযাতে আলা হযরতে রয়েছে: “এক সাহাবী (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: “দুনিয়া আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।” ইরশাদ করলেন: “তোমার কি সেই তাসবীহ স্মরণ নাই, যে তাসবীহ হচ্ছে ফিরিশতাদের এবং যার বরকতে রিষিক দেয়া হয়। দুনিয়ার সৃষ্টি আসবে তোমার নিকট অপমান ও অপদস্ত হয়ে, ফযরের সময় ১০০বার পাঠ করো “سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ”। (লিসানুল মিসান, ৪/৩০৪, হাদীস নং-৫১০০) সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাত দিন পর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: “হুযুর! দুনিয়া আমার নিকট এমন অধিকহারে আসলো যে, আমি বিস্মিত! কোথায় উঠাবো কোথায় রাখব।” (মলফুযাতে আলা হযরত, ১২৮ পৃষ্ঠা)
৩. হযরত সায্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাবগ্রস্থতার অভিযোগ করলো। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে তখন পরিবার পরিজনদের সালাম করো এবং যদি কেউ না থাকে তবে আমার প্রতি সালাম আরয করো আর একবার সূরা ইখলাস শরীফ পাঠ করো।” সেই ব্যক্তি এমনই করলো, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে এতোই ধনী বানিয়ে দিলেন যে, তার পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদেরও খেদমত করেন।”

(আল জামেউ লিআহকামিল কোরআন, লিভ তাবারানী, ২০/২৩১)

অনুবাদ মজলিশ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী পুরো দুনিয়ায় রাসূলের ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জলিত করতে এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে এই পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনে মতিনের খেদমত করছে, এই বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো “অনুবাদ মজলিশ”। যা আমীরে আহলে সুন্নাত وَأَمَّتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালাকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার খেদমত করে যাচ্ছে, যেন উর্দু ভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও উপকৃত হতে

পারে এবং তাদেরও যেন এই মাদানী মানসিকতা তৈরী হয়ে যায় যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**। খুবই অল্প সময়ে এই মজলিশে অধীনে পৃথিবীর প্রায় ৩৫টি ভাষায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর অনেক রচনা এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালার অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। আমাদেরও উচিৎ, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা নিজেও পড়া এবং নিজের বন্ধু বান্ধবকেও পড়ার উৎসাহ দেয়া, আনন্দ ও শোকের ইসালে সাওয়াবের ইজতিমায় রিসালা বন্টনও অব্যাহত রাখুন এবং সম্ভব হলে নেকীর দাওয়াত প্রসারের নিয়তে উপহার স্বরূপ কিতাব ও রিসালা দিতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে শুনলাম যে, ❀ যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় খাবারের সুন্নাতে এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং ❀ মিলেমিশে একত্রে খাবার খায় ❀ তাছাড়া রিযিকের গুরুত্ব দিয়ে খাবারের পতিত অংশ খুঁজে খুঁজে খেয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার রিযিকে বরকত দান করে থাকে। ❀ এর বিপরীত যে ব্যক্তি রিযিকের গুরুত্ব দেয় না, সে রিযিক স্বল্পতায় লিপ্ত হয়ে যায় বরং ❀ হাদীসে পাকের আলোকে আল্লাহ তাআলার এই মহান নেয়ামতের অমর্যাদাকারী হতে এই নেয়ামত এমনভাবে চলে যায় যে, তা আর ফিরে আসে না। ❀ সুতরাং আল্লাহ তাআলার সকল নেয়ামতের গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। কেননা, নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতাও নেয়ামতে পতনের কারণ। ❀ রিযিক বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য গুনাহ থেকেও তাওবা করা আবশ্যিক। কেননা, হাদীসে পাকের আলোকে গুনাহের অভিশাপের কারণে মানুষকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। ❀ রিযিকে বরকতের আকাজক্ষীদের উচিৎ যে, আল্লাহ তাআলার প্রদানকৃত সম্পদ থেকে সদকা করা। ❀ যাকাত ফরয হলে, যাকাত আদায় করা। ❀ অধিকহারে পিতা-মাতার সেবা করা। ❀ স্ত্রী-সন্তানের জন্য ব্যয় করতে কৃপণতা না করা। ❀ রোজগার এবং অন্যান্য বিষয়ে সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা। ❀ অধিকহারে ইস্তিগফার এবং যিকির ও দরুদ পাঠ করা।

❁ রিষিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা।
❁ ফরয নামাযের নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি ইশরাক ও চাশত এবং তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করণ।

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানের সমস্যাকে সহজ করে দিন, আমাদের সত্যিকারভাবে পরিপূর্ণ নামাযী বানিয়ে দিন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মরণ পর্যন্ত স্থায়ীত্ব দান করণ। **أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলতঃ) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে কথোপকথন সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ❁ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ❁ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে, ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখুন। ❁ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করণ। ❁ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করণ, আপনার চরিত্রও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ❁ কথোপকথনের সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অন্যের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো, থুথু ফেলতে থাকা ইত্যাদি ভাল অভ্যাস নয়। ❁ যতক্ষণ অপর ব্যক্তি কথা বলছে, মনোযোগ

সহকারে শুনুন, কথা কেটে কথা নিজের কথা শুরু করা থেকে বাঁচুন, তাছাড়া কথাবার্তা বলা অবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। ❁ কথাবার্তা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ❁ কারো সাথে কথাবার্তা বললে এতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই এবং সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ❁ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালাগালি করা থেকে বিরত থাকুন আর মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফেতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল বাক্যালাপকারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।” (কিতাবুস সামত মাআ মাওসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং-৩২৫)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তুম সুধর যাওগে গর ইখার আওগে, সিখনে সুন্নাতে, কাফেলে মে চলো।
ফযলে মওলা সে জব আয়েগী পায়গী, জযবায়ে ইলমে দ্বীন কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাস্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, আস সালাতুল সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈফাট লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যাব্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বারু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)